জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযান কয়েকটি প্রশ্ন

রাজীব হুমায়ুন

অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযান পরিচালিত হলো রাত ন'টা সাড়ে ন'টার দিকে কয়েকশ' পুলিশ ঘিরে ফেললেন জগন্নাথ হল। তারপর প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চললো লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ইত্যাদি। আহত হলো বহু ছাত্র। দেশ সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু হবার অল্প কিছুদিনের ধ্যেই শারীরিকভাবে নির্যাতিত হলেন একাধিক শিক্ষক। বিশ্বাস হলেও এ কথা সত্য। হলের অন্যতম হাউসটিউটর জানালেন টিয়ারগ্যাসের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল একজন শিক্ষকের কিশোর-পুত্র। শুনেছি, সে রাতে বহু ছাত্র বাধ্য হয়েছিল হলের মাঠে রাত কাটাতে।

বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলো; মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখবার জন্য তাঁর আন্তরিক ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যসহ শিক্ষক-ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতামত বিনিময় করলেন, ঠিক সেই দিনই কেনো সন্ত্রাস সৃষ্টি হলো?

পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলছেন, তারা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে, জগন্নাথ হলে কয়েকজন সন্ত্রাসী আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সুতরাং দেশসেবার মহানব্রত তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনই আক্রমণ পরিচালনা করতে। পুলিশের কাছে ছাত্র-জনতার বিনীত প্রশ্ন, অভিযান রাতের বেলায় পরিচালিত হলো কেনো? প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাতের বেলায় হল ঘিরে রেখে অবশ্যই ভোরের দিকে তল্লাশি অভিযান চলতে পারতো। দ্বিতীয় প্রশ্ন, শোনা যায় তাদের সঙ্গে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন ছাত্রনামধারী ব্যক্তি ছিল এবং তারা পুলিশের কষ্ট লাঘবের জন্য লাঠিচার্জে অংশগ্রহণ করেছিল। বিবৃতি এসেছে, পুলিশের সঙ্গে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল না। পুলিশের বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে কি ধরে নেবো হলের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলেই মিছে কথা বলছেন? পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আরেকটি প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহুদিন ধরে গুজব রয়েছে, সন্ত্রাসীদের অনেককে পুলিশের লোকেরা চেনেন; মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে সালাম বিনিময় হয়। সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কেও তাদের ধারণা অস্বচ্ছ নয়। যদি ঐসব কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে 'হেলায় সুবর্ণ সুযোগ হারানো' হয় কেন? পুলিশী অভিযানের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব- এ কথা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন এবং বিশেষকরে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর আলাপ-আলোচনার দিন এ অভিযান কি এড়ানো যেতো না? যদি বলেন, " হেলায় সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না' প্রবচনকে শিরোধার্য করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ পবিত্র দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাহলে আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি কি? পাঁচশ' থেকে এক হাজার দায়িত্ববান পুলিশ যখন নারকীয় ঘটনা ঘটিয়ে একজন সন্ত্রাসীকেও ধরতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের চাকরি থাকা উচিত কি?

কার নির্দেশে পরিচালিত হলো ঐ অভিযান? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য বলছেন, পুলিশ তাঁর কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। যদিও গুজব আছে, মাননীয় উপাচার্য সম্প্রতি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দিয়েছেন- প্রয়োজনে বিনা ঘোষণায় অভিযান পরিচালনার। যদি একথা সত্যি হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন, উপাচার্যের লিখিত অনুমতি পুলিশ কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারবেন কি?

বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ঐ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল কি? সেদিন এক কাঁচাবাজারে তরকারীওয়ালাদের আলাপ শুনেছিলাম। তারা শুনেছে, বিএনপি সরকারকে অপদস্ত করবার জন্য শেখ হাসিনার নির্দেশে এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আমি জানি, তরকারীওয়ালার মতো কিছু সরকারিওয়ালাও এ ধরনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। আমিও এ ধরনের গুজবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতাম, যদি শুনতাম, বিশেষ সংগঠনের কতিপয় ছাত্র জগন্নাথ হলে সন্ত্রাস চালিয়েছে। আমি হয়তো এভাবে ধরে নিতাম, যেভাবে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের অনুচরেরা জাতীয়তাবাদী, ছাত্রদলে অনুপ্রবেশ করে গত কয়েক বছরে সন্ত্রাস চালিয়েছেন, সেভাবে হয়তো বা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ছাত্ররা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে অনুপ্রবেশ করে সন্ত্রাস চালিয়েছে বিএনপি'র ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করার জন্য। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। শেখ হাসিনার নির্দেশে সশস্ত্র ছাত্ররা হয়তো অভিযান পরিচালনা করতে পারতো। বিরোধীদলের নেত্রীর নির্দেশে পাঁচশ' থেকে একহাজার পুলিশের অভিযান পরিচালনা সম্ভব কি? যেহেতু পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই অভিযানের সীমিত দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন সেহেতু শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ অবান্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গুজব বলে কথা! তাছাড়া, গুজব ছড়িয়ে দায়-দায়িত্ব যদি শেখ হাসিনার কাঁধে কোন রকমে চাপানো যায় সেটাই বা মন্দ কি?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল কি? শুনেছি, ঘটনার পর দিন একটি জাতীয় দৈনিকে তিনি তাঁর অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। আমার নিজের যুক্তি আমাকে উত্তর দেয়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অথবা তার জ্ঞাতসারে এ অভিযান পরিচালিত হতে পারে না। প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনার স্বার্থেই চাইবেন, দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে শান্তি ফিরে আসুক। দ্বিতীয়তঃ ঘটনার দিন তিনি উপাচার্যসহ শিক্ষক-ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য পথের সন্ধান করছিলেন। তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনেই কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি হোক, এটা কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী চাইতে পারেন না। চতুর্থতঃ সন্ত্রাসীর সন্ধানে গিয়ে হলের হাউস টিউটর, ডিপি, জিএসসহ বহু ছাত্রকে নির্বিচারে পেটানোর নির্দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণের উষালগ্নে একজন প্রধানমন্ত্রী দিতে পারেন না। এবার মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার কিছু বিনীত প্রশ্ন, আপনি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন, আপনার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশী অভিযান পরিচালিত হয় কিভাবে? পুলিশ কর্তৃপক্ষ অভিযানের দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। আপনাকে না জানিয়ে কার নির্দেশে এবং কার স্বার্থে এ অভিযান পরিচালিত হলো, আপনি দেশের জনগণকে জানিয়েছেন কি? এ অভিযানের পেছনে যদি কোন চক্রান্ত নিহিত থাকে, সে চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে আপনি কারো শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন কি? যদি আপনার অজ্ঞাতসারে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, আপনি কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে পদত্যাগ করে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতেন না? আপনিতো দু'চার দিন পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ছেড়ে দিলেন, নতুন মন্ত্রিসভার নতুন মন্ত্রীর কাছে। দু' চার দিন আগে ছেড়ে দিলে সুন্দর দেখাতো না কি? প্রসঙ্গত আরো একটি প্রশ্ন, শোনা যায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কতিপয় ছাত্র পুলিশের সঙ্গে ছিল। কথাটি যদি সত্য হয়, কোন ছাত্র সংগঠনের সদস্য পুলিশের সঙ্গে থাকবে কেন? এর সত্যতা যাচাই এর জন্য, আপনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দকে কোন নির্দেশ প্রদান করেছেন কি?

পাঁচশ' থেকে একহাজার পুলিশ বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ শুনে এবং মেনে জগন্নাথ হলে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করবে- এ কথা যুক্তিতে খাটে না। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা একইরকম। প্রধানমন্ত্রী অথবা বিরোধীদলের নেত্রীর নির্দেশে এ ধরনের অভিযান পরিচালিত হতে পারে না। হিসেবে মেলে না। তাহলে কোন্ অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করতে গেলেন? অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী বলছেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে রয়েছে এমন একটি শক্তি, যারা একদিকে চায় শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে এ জাতিকে পঙ্গু করে দিতে এবং অন্যদিকে চায় গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ডঃ রাজীব হুমায়ুন ঃ সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহুদিন ধরে গুজব রয়েছে, সন্ত্রাসীদের অনেককে পুলিশের লোকেরা চেনেন; মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে সালাম বিনিময় হয়। সন্ত্রাসীদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারনা অস্বচ্ছ নয়। যদি ঐসব কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ' হেলায় সুবর্ণ সুযোগ হারানো' হয় কেন?

তারিখ ... 29 SEP 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...